উপজেলা পরিষদ

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

গজারিয়া উপজেলা পরিষদের সেপ্টেম্বর, ২০২১ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ আমিরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
সভার স্থান ঃ জুম এপস এর মাধ্যমে।
সভার তারিখ ও সময় ঃ ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি. সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ হাজিরা রেজিষ্টার দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি উপজেলা পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ জানান। সভায় আলোচ্যসূচি ও কার্যপত্র অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ **সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।**

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	আলোচ্যসূচি-১ ঃ গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও দৃঢ়ীকরণ। উপজেলা নির্বাহী অফিসার , আগষ্ট ২০২১ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকলে তিনি সভাকে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের জন্য অনুরোধ করেন।	**গজারিয়া উপজেলা পরিষদের আগষ্ট, ২০২১ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতভাবে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।**	-
২	আলোচ্যসূচি-২ ঃ বিগত সভার সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা। (ক) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, শেখ রাসেলের ৫৭ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা চলছে। সরকার কর্তৃক যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়ন করছে। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ এর পর থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এ মাসে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হবে বলেও নিদের্শনা দেওয়া হয়েছে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে ১৯ দফা শর্ত দেওয়া হয়েছে যা সকল প্রতিষ্ঠানকে মানতে হবে বলেও সভাকে জানান। বেসিন ও হাত ধোয়ার জন্য ২৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫০,০০০/- টাকা করে জাইকা কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। যা অতি দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্যে অনুরোধ করেন। তাছাড়া সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে মাস্ক দেওয়া জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া বন্যার কারনে যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হয়ে থাকে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করেন।	**হাত ধোয়ার বেসিন সহ অন্যান্য বিষয়গুলো উপজেলা প্রকৌশলী কে দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।**	উপজেলা প্রকৌশলী
	(খ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরন প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতি ও উপকরন সংরক্ষনাগার নির্মানের জন্য উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে ০১ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মানের উপযোগী ১২০০ বর্গফুট আয়তনের জায়গা প্রাপ্তির প্রয়োজন। উক্ত জায়গা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার প্রস্তাব হলো উপজেলা ডরমেটরী এবং পল্লী দারিদ্র বিমোচন অফিসের মাঝে অবস্থিত জায়গাটি। তাছাড়া একই প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫০% উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) এর আওতায় কম্বাইন হারভেস্টারসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের আগ্রহী	**প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।**	উপজেলা কৃষি অফিসার

	কৃষকগনের অগ্রাধিকার তালিকা প্রেরন করা প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত চিঠির অনুলিপি ইউনিয়ন পরিষদে প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং আজকের মাসিক সভায় সবার অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আগ্রহী কৃষকগনের তালিকা প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করেন।		
	(গ) উপজেলা প্রকৌশলী সভায় জানান যে, নতুন সড়ক অর্ন্তভূক্তিকরনের জন্য উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভার অনুমোদ প্রয়োজন। রাস্তাগুলো নিম্নরূপঃ (১) গোসাইরচর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোসলেম উদ্দিন প্রধানের বাড়ি হতে সরকার বাড়ি জামে মসজিদ হয়ে গেজারিয়া মিয়া বাড়ি পর্যন্ত সড়ক। (২) সোনাইরকান্দি বিসি-বাশগাও বিসি সড়ক। সড়কের আইডি নং-৩৫৯২৪৪০৮৬, গ্রামীন সড়ক-এ। (৩) ভিটিকান্দি শাহজাহান মাষ্টারের বাড়ি হইতে জেএমআই নদীর পাড় সড়ক। সড়কের আইডি নং- ৩৫৯২৪৪০৮৪, গ্রামীন সড়ক-এ। (৪) বড় রায়পাড়া - আড়ালিয়া রোড হইতে মুদারকান্দি গ্রাম ভায়া জিপিএস সড়ক। সড়কের আইডি নং- ৩৫৯২৪৪০৮৫, গ্রামীন সড়ক-এ। (৫) করিমখা মোতালেব প্রধানের বাড়ি হইতে করিমখা আব্দুল হাই কবরস্থান/মসজিদ সড়ক। সড়কের আইডি নং-৩৫৯২৪৪০৮৭, গ্রামীন সড়ক-এ। (৬) চর বাউশিয়া বড়কান্দি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ হইতে নদীরপাড় খেয়াঘাট সড়ক। সড়কের আইডি নং- ৩৫৯২৪৫১৩২, গ্রামীন সড়ক-বি। (৭) মনাইরকান্দি মান্নান বেপারী বাড়ি হইতে নদীর পাড় সড়ক। সড়কের আইডি নং ৩৫৯২৪৫১৩৩, গ্রামীন সড়ক-বি। (৮) ভবেরচর বাগান বাড়ি হইতে আলীপুরা সড়ক। সড়কের আইডি নং-৩৫৯২৪৫১৩৪, গ্রামীন সড়ক-বি। (৯) গুয়াগাছিয়া হাই স্কুল হইতে বালুরচর পাকা সড়ক। সড়কের আইডি নং-৩৫৯২৪৫১৩৫, গ্রামীন সড়ক-বি। (১০) লক্ষীপুর পাকা সড়ক - মোসলেম মুন্সীর বাড়ি হইতে তারিব আলী মুন্সী বাড়ির সড়ক। সড়কের আইডি নং- ৩৫৯২৪৫১৩৬, গ্রামীন সড়ক-বি। (১১) বালুয়াকান্দি পাকা সড়ক শাহালম বাড়ি হইতে বাতেন প্রধানের বাড়ি সড়ক। সড়কের আইডি নং- ৩৫৯২৪৫১৩৭, গ্রামীন সড়ক-বি। (১২) হাজী সিরাজুল জিপিএস হইতে প্রফুল্ল বাড়ির ব্রীজ সড়ক। সড়কের আইডি নং- ৩৫৯২৪৫১৩৮, গ্রামীন সড়ক-বি। (১৩) বালুয়াকান্দি জিপিএস হইতে পাকা সড়ক ভায়া আখম মোজাম্মেল সাহেব বাড়ী সড়ক। সড়কের আইডি নং- ৩৫৯২৪৫১৩৯, গ্রামীন সড়ক-বি। এছাড়া উপজেলা প্রকৌশলী আরো বলেন যে, আব্দুল্লাহপুর কফিল ফাউন্ডেশন এর রাস্তাটির পরিবর্তে রিকাস্ট বাবদ ৪,০০,০০০/- টাকা ব্যয়ে বাউশিয়া ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের রব মিয়া বাড়ী হইতে নোয়াব মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন।	উপজেলা প্রকৌশলীর উপস্থাপিত নতুন সড়ক অর্ন্তভূক্তিকরনের রাস্তাগুলো সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো। এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উপজেলা প্রকৌশলী কে অনুরোধ করা হলো। রিকাস্ট বাবদ ৪,০০,০০০/- টাকা ব্যয়ে বাউশিয়া ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের রব মিয়া বাড়ী হইতে নোয়াব মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো।	উপজেলা প্রকৌশলী

	(ঘ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, বর্ষার মৌসুম আসলে জটিলতা অনেক বেড়ে যায়। গজারিয়াতে তেমন কোন সমস্যা দেখা যায়নি। এখনো নিরাপদে আছি। পানি বাড়লে জানাবেন। অনেক জায়গায় গ্রাম্য রাস্তাগুলো ডুবে গেছে। যা মেরামত করার জন্য আপাতত বরাদ্দ নেই। পরবর্তীতে টিআর/কাবিখা আসলে সেখান থেকে দিতে পারবে বলে সভাকে জানান। তাছাড়া মুজিববর্ষে যে ঘর গুলো করা হয়েছে। সেখানে পানি চলে আসছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের কে নজর রাখার জন্য অনুরোধ করেন।	-	-
	(ঙ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সভায় জানান যে, আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হবে। শিশুরা যাতে বিধি মেনে শ্রেনিতে আসতে পারে সে জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে এনড্রয়েড থার্মোমিটার শিশুদের মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং শিশুদের হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত সাবান ও হ্যান্ডওয়াশ ক্রয় করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের এসএমসি এর সভা করে শিশুরা যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় সেই বিষয়ে এসএমসি সভায় সকল সদস্যদের অবহিত করা হয়। ১৭নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের মাটি বৃষ্টিতে সরে যাওয়ায় শিশুদের জন্য চলাফেরায় খুব সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।	উপজেলা শিক্ষা অফিসারের প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকৌশলী
	(চ) উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার কর্মকর্তা সভায় জানান যে, বিগত সভার কার্যবিবরণীটি তিনি পড়ে দেখেছেন। সেখানে তার সাব-রেজিষ্টারের বিষয়ে একটি বক্তব্য রয়েছে। সেই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন যে, তিনি তার কার্যালয়ে সন্ত্রাসী কোন কার্যক্রলাপ হতে দেখেনি। এছাড়া তার কাছে তেমন এমন কোন অভিযোগ আসে নাই বলেও সভাকে জানান। তাছাড়া তিনি আরো বলেন যে, একটি সেট নির্মাণের বিষয়ে চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ বরাবর আবেদন করেছেন। বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ করেন। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় বলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবেও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসারকে অফিসের বিষয়ে কথা বলেছেন। এছাড়া দলিল লেখকদের কাছ থেকে এ বিষয়ে খোজ নিলে জানতে পারবেন। ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে আগেও মাসিক সাধারণ সভায় কথা হয়েছে। এমনকি উক্ত বিষয়ে বেশিরভাগ ইউপি চেয়ারম্যান এর সম্মতি রয়েছে। আপনার প্রস্তাব গুলো বিবেচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন যে, গত কালকেও রেজিষ্ট্রি নিয়ে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে বলেও সভাকে অবগত করেন। তিনি আরো বলেন যে, সেখানকার টয়লেট গুলো পুরনো যা ব্যবহার করার জন্য সংস্কার/পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তার পার্শ্বে অস্বাস্থ্যকর	জনস্বার্থ ও সরকারি মূল্যবান দলিলপত্র নিরাপদে রাখার প্রয়োজনে ইতি পূর্বেকার পরিষদের পদক্ষেপ বাস্তবায়নের এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ থেকে রক্ষার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসার

	পরিবেশের একটা রেস্তোরা রয়েছে। যা অনুমোদন না থাকলে বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। আর যদি অনুমোদন থাকে তাহলে সংস্কার করে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ বলেন যে; আস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার মান খুব বাজে। হোসেন্দী সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস ঝড়ে যখন ভেঙ্গে যায় তখন সাবেক পরিত্যক্ত উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে ভবন জরাজীর্ন ছাদ দিয়ে পানি পড়ে ব্যবহার অযোগ্য বলিয়া রেজিস্ট্রি অফিসের মুল্যবান দলিলাদি রক্ষা করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে উপজেলা সাব রেজিস্টার কর্মকর্তা বলেন যে, আপনারা যেখানে ভালো হয় সেখানেই করবেন। তাতে তার কোন প্রকার আপত্তি নেই। রেস্তোরার ব্যাপারে তিনি বলেন যে, পূর্বে মৌখিক ভাবে কোন এক ইউএনও তাকে অনুমতি দিয়েছিল। তবে এখানে কোন রেস্তোরা না থাকলেই ভালো বলে জানান। কেননা এতে করে বাহিরের লোকজন বৃদ্ধি পাবে। ফলে তার দপ্তরের গুরুত্বপূর্ন কাগজ পত্রাদিগুলোর ঝুঁকি থাকে।		
	(ছ) ম্যানেজার সোনালী ব্যাংক, গজারিয়া শাখা; সভায় বলেন যে, উপজেলা চত্বরে তারা একটি এটিএম বুথ চালু করতে চান। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন; যে, এটিএম বুথটি এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যাতে বাহিরের লোকজনও এর সেবা গ্রহন করতে পারে। এ ব্যাপারে স্বাক্ষাতে কথা বলার জন্য তাকে বলা হয়।		
	(জ) উপজেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা সভায় বলেন যে; গজারিয়া উপজেলা যত খামারী রয়েছে তাদের ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে। গজারিয়াতে কোন স্লবার হাউজ নেই বলে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। বিগত ১ বছর থেকে বর্তমানে অনেক লোক সেবার জন্য অফিসে এসে থাকে। অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে।		
	(ঝ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সভায় জানান যে, করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় সদর কার্যালয়ের নির্দেশনায় কিশোর কিশোরী ক্লাব এর কার্যক্রম পূনঃরায় চালু হয়েছে। দীর্ঘদিন স্কুলসমূহ বন্ধ থাকায় অনেক ছাত্র-ছাত্রী ঝড়ে পড়ে তাই বর্তমানে ক্লাবে সদস্য উপস্থিতির হার কম। এ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়ার প্রশিক্ষন কার্যক্রম সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ০২ সিফটে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পন্য প্রদর্শন কেন্দ্র নির্মাণ করলে তা উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করবে।বিভিন্ন সভা সমাবেশ সমূহ স্বল্প পরিসরে পরিচালিত হচ্ছে।	ক্লাবের সদস্য উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহকে পুনঃরায় পত্র প্রদান। সদর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা। উদ্যোক্তা পন্য প্রর্দশন কেন্দ্র নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী/উপজেলা মহিলা বিষয়ক/কিশোর কিশোরীর ক্লাব কমিটির সদস্যবৃন্দ.
	(ঞ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা সভায় জানান যে, বাউশিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাসপাতালে আগত করোনার টিকা নিতে আসা লোকজনের জন্য সেট নির্মাণ করে দিয়েছেন। যার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান। তাছাড়া মুন্সীগঞ্জ জেলার মধ্যে	উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বাউশিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।	

	টিকা প্রদানে গজারিয়া ২য় অবস্থানে রয়েছে বলেও সভাকে জানান।		
	(ট) মোহাম্মদ আরফিন, সভাপতি, গজারিয়া প্রেসক্লাব সভায় জানান যে, সাব-রেজিষ্টার অফিস এখানে স্থায়ীভাবে নির্মাণ করা ছিলো না। এটা অস্থায়ীভাবে নির্মান করা হয়েছে। সাব-রেজিষ্টারে ব্যাপারে পূর্বে পত্রিকায় অনেক নিউজ করা হয়েছে। সরকারি মূল্যবান দলিল ও কাগজপত্র রক্ষনার্থে ৫৭ লক্ষ টাকা খরচ করে যেখানে অফিস করা হয়েছে সেখানে কেনো অফিস নেওয়া হলো না এ বিষয়ে সভায় জানতে চান। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ হাইফ্লো অক্সিজেন এর ব্যাপারে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। মাথাভাঙ্গা হতে ভবেরচর পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে সোলার ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হয় বলে প্রস্তাব করেন। সিটি গ্রুপ ০৩ টি গ্রামকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তাদের জমি গুলো বিক্রি করে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে সভাকে জানান। তাই এ বিষয়ে খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করেন।	গজারিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতির প্রস্তাবিত ও উল্লেখ্য বিষয়গুলি দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।	উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসার
	(ঠ) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান প্রধান, চেয়ারম্যান, বাউশিয়া ইউনিয়ন পরিষদ সভায় বলেন যে, ইদানিং সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে খুব ঝামেলা হচ্ছে। মানুষ রেজিষ্ট্রি করতে এসে নিরাপত্তহীনতায় ভুগছে। দীর্ঘদিন হোসেন্দীতে সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস ছিল কোন সমস্যা হয়নি বলে সভাকে জানান। সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস স্থানান্তরের বিষয়ে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রস্তাব করেন। অতি বৃষ্টির কারনে বাউশিয়াতে কতগুলো রাস্তা ভেঙ্গে গেছে। যা সংস্কার করার জন্য অনুরোধ করেন। পোড়াচক বাউশিয়াতে কয়েকটি রাস্তা ডুবে গেছে যা দেখার জন্য অনুরোধ করেন।	বাউশিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর প্রস্তাব বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকৌশলী
	(ড) জনাব ইঞ্জিঃ স্যাহিদ মোঃ লিটন, চেয়ারম্যান, ভবেরচর ইউনিয়ন পরিষদ সভায় বলেন যে অতি বৃষ্টির কারনে অনেক রাস্তা ডেমেজ হয়ে গেছে যা দ্রুত সমাধান করার জন্য অনুরোধ করেন। সাব রেজিষ্ট্রি অফিস এর বিষয়ে জনস্বার্থে ও জন প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। যা দেখার জন্য বলেন এবং নতুন করে কমিটি করার জন্য অনুরোধ করেন। ভবেরচর বাজরে গরুর হাটের সামনে একটি সুপার মার্কেট স্থায়ীভাবে করার জন্য অনুরোধ করেন। কারন এখানে অনেক দোকান পাট রাস্তার উপর বসার কারনে প্রচুর ঝামজট সৃষ্টি হয় আলীপুরা রাস্তাটি ডুবে গেছে। যা সংস্কার করার জন্য অনুরোধ করেন। লক্ষীপুরা বড় মসজিদের পাশে একটি মাদ্রাসা রয়েছে যেখানে উপজেলা থেকে ৩ তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে মাদ্রাসাটি সম্পন্ন করার কথা ছিল। কিন্তু মাদ্রাসাটি ১ তলা ছাদ দেওয়ার পর এখনো পর্যন্ত আর কোন কাজ করা হয়নি বলে সভাকে	ভবেরচর ইউপি চেয়ারম্যানে প্রস্তাব মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী

	অবগত করেন। তাই বাকী কাজ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করেন। ভবেরচর কাউনিয়াকান্দি মোড়ে একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্মশান রয়েছে। যার পাশে একটি ঘাটলা ও গাইড ওয়াল করা না গেলে শ্মশান টি ভেঙ্গে পড়ার আশংকা রয়েছে বলে সভাকে জানান। অতি বৃষ্টির কারনে হাইওয়ে রাস্তা থেকে নয়াকান্দি গ্রামের মাঠ পর্যন্ত রাস্তাটি ভেঙ্গে গেছে যা দ্রুত সংস্কার করা না গেলে রাস্তাটি বিলীন হয়ে যেতে পারে।		
	(ঢ) জনাব মোঃ আবু তালেব ভূইয়া, চেয়ারম্যান, গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ সভায় বলেন যে, এলজিইডি রাস্তাগুলো ইউনিয়ন পরিষদের ১% এর মাধ্যমে কাজ করা যাবে না বিধায় অনেক ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা ইউনিয়ন পরিষদ এর দ্বারা সংস্কার করা যাচ্ছে না। করতে গেলে অডিট আপত্তি দিতে হবে। সাব-রেজিষ্টার এর ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যানরা যে বক্তব্য দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন। খ্রী এঞ্জেল এর ব্যাপারে তিনি বলেন যে যেসকল কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের কে ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।	গজারিয়া ইউপি চেয়ারম্যানের প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
	(ণ) জনাব মোঃ মনসুর আহম্মেদ খান, চেয়ারম্যান, ইমামপুর ইউনিয়ন পরিষদ সভায় জানান যে, সাব-রেজিষ্টার অফিসের বিষয়ের আলোকে তিনি বলেন যে উপজেলা চেয়ারম্যান তার ইউনিয়নের ভাব মুর্তি ক্ষুন্ন করতে চাচ্ছে যা তিনি হতে দেবে না। প্রয়োজনে মানব বন্ধন করবেন। এ প্রসঙ্গে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইমামপুর ইউপি চেয়ারম্যান কে বলেন যে, মাসিক সভা চলছে এখানে রাজনৈতিক ভাষায় আক্রমনাত্মক ভাষায় বক্তব্য না দেওয়ার জন্য তাকে বলা হয়। মিটিংয়ের ভাষায় দেওয়ার থাকলে দিতে বললে তিনি বলেন যে, পূর্বে ০২ টি ব্রীজের ব্যাপারে বলা হয়েছিল যা দেখার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া তার ইউনিয়নে বন্যায় অনেক রাস্তা পানিতে ডুবে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে নজর দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।	সভায় আক্রমনাত্মক ও রাজনৈতিক ভাষায় বক্তব্য না রেখে মিটিং এর ভাষা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া ইমামপুর ইউপি চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রস্তাব মোতাবেক ব্রীজ ও রাস্তা মেরামতের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকৌশলী
	(ত) মহসিন চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, গজারিয়া উপজেলা আওয়ামীলীগ সভায় বলেন যে, বাংলাদেশ দল পর পর ০২ টি বড় দলের সাথে জয়লাভ করায় অভিনন্দন জানান। বর্তমানে সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস যেভাবে চলছে এবং যে অবস্থায় আছে এমন ভাবে চলতে পারেনা এবং কাম্য নহে। কেননা সেবা গ্রহীতারা এখানে নিরাপদ নয় বলে সভাকে জানান। বন্যা কবলিত এলাকায় সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন।	ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্যের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	

(থ) জনাব খাদিজা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, সভায় বলেন যে, সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের মূল্যবান সম্পদ রক্ষার জন্য পূর্বের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সভায় অনুরোধ করেন। তাছাড়া করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাব কমতে থাকায় লকডাউন যেহেতু উঠে গেছে তাই নারীদের কে নিয়ে একটি প্রশিক্ষন এর ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তাব করেন। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী যেরূপ শর্ত মেনে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে বেসরকারি কিন্ডার গার্টেন গুলো যাতে সেরূপ শর্ত মেনে চলে সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ১৭ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বৃষ্টির স্রোতে মাটি সড়ে গেছে। তাই মাটি ভরাটের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন।	সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের মূল্যবান সম্পদ রক্ষার জন্য পূর্বের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়।	
(দ) জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেকী, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় জানান যে, পোড়াচক বাউশিয়া বাজার পুরাতন ইউনিয়ন পরিষদ অফিস সংলগ্ন ০১ টি ব্রীজ ও পোড়াচক বাউশিয়া পূর্ব নয়াকান্দি তে ০১ টি ব্রীজ মোট ০২ টি ব্রীজ রয়েছে। যা নিচে দিয়ে মাটি দ্বারা ভরাট হয়ে গেছে। তাছাড়া উক্ত ব্রীজ ০২ টি খুবই ঝুকিপূর্ন অবস্থায় রয়েছে। ব্রীজ ০২ টির কারনে এখন প্রতিনিয়ত দূর্ঘটনা ঘটে থাকে। তাই ব্রীজ ০২ টি ভেঙ্গে ফেলার জন্য প্রস্তাব করেন। বাউশিয়া ইউনিয়নে ০৪ টি রাস্তা পরিদর্শন করে দেখেন যে অতি বৃষ্টির ফলে রাস্তাগুলো খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাগুলো এস্টিমেট করে দিলে তিনি নিজ উদ্যোগে তা সংস্কার করে দিবে বলে সভাকে জানান। লক্ষীপুর মাদ্রাসায় একটি ভোট কেন্দ্র রয়েছে। যেটার কাজ ১তলা ছাদ দেওয়ার পর কেনো বাকী কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না তা দেখার জন্য অনুরোধ করেন। গজারিয়া উপজেলা বৃষ্টির কারনে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা গুলো অতিদ্রুত সংস্কার করারি জন্য অনুরোধ করেন। প্রয়োজনে মৌখিকভাবে তাদের কে রাস্তাগুলো সংস্কারের অনুমতি দিলে তা করে দিতে প্রস্তুত বলেও সভাকে জানান।	ভাইস চেয়ারম্যানের প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী
(ধ) জনাব জিয়াউল্ল ইসলাম চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভায় জানান যে, বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা ভয়াবহ অবস্থা আছে। কেননা ফেরীর দুই পার্শ্বের রাস্তায় পানিতে তলিয়ে যাওয়াতে তিনি নিজেই হেটে নৌকা করে অফিসে আসতে হচ্ছে। হোসেন্দী, টেংগারচর, ইমামপুর ইউনিয়নে বন্যায় ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল যা প্রতিরোধ করা হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষনে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা পরিদর্শন করতে গেলে তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেন। নতুন রাস্তা নির্মাণ করার সাথে সাথে রাস্তার পার্শ্বে ঘাস লাগিয়ে দিলে রাস্তাগুলো অনেক দিন ভালো থাকবে বলে জানান। তাছাড়া পাকা রাস্তার পার্শ্বে যাতে ২-৫ ইঞ্চি করে ড্রেনেজ এর ব্যবস্থা যাতে রাখে সে বিষয়ে উপজেলা প্রকৌশলী কে অনুরোধ করা হয়। প্রয়োজনে ১০০ মিটার	০১ টি কম্পিউটার, ০১ প্রিন্টার ও ০২ টি স্ক্যানার মেশিন ক্রয় বাবদ ১,০০,০০০/- টাকা উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে খরচ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার

	রাস্তা কম করবে তার পরও ড্রেনেজ এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা মিটিং এ গজারিয়া থানা যে ভাবে তাদের পুরো মাসের অপরাধ চিত্র তুলে ধরা হয় ঠিক তদ্রুপভাবে উপজেলা প্রকৌশলীকে প্রতি সভাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির উপর একটি প্রতিবেদন আগামী সভা থেকে তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। এ ব্যাপারে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে, উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা,২০২০ এ অফিস সরঞ্জাম ক্রয় হতে প্রতি বছরে ৩,০০,০০০/- টাকা খরচ করা যাবে বলে উল্লেখ রয়েছে। সেই মোতাবেক ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় হতে অফিসের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ০১ টি কম্পিউটার ০১ প্রিন্টার ও ০২ টি স্ক্যানার মেশিন ক্রয় বাবদ ১,০০,০০০/- টাকা উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারন সভায় অনুমোদন পেলে খরচ করা যেতে পারে বলে প্রস্তাব করেন।		
	(ন) জনাব আমিরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় জানান যে, শেখ রাসেলের জন্মদিন এর ব্যাপারে তিনি কোন পত্র পাননি। তবে যে নির্দেশনা দেওয়া আছে তা পালন করা হবে। জাইকার ব্যাপারে টেন্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। পূর্বে যে সকল প্রকল্প নেওয়া ছিল তা বাস্তবায়ন করার জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ করেন। করোনার পর ডেঙ্গু শুরু হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে উপজেলা থেকেই কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। কৃষি অফিসের প্রস্তাবিত জায়গার ব্যাপারে বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে বলে জানান। সরকার ৫০% ভর্তুকি দিয়ে কি কি যন্ত্রপাতি দিবে তা প্রোফাইল আকারে দেওয়ার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসার কে অনুরোধ করা হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা তিনি জুলাই মাস থেকেই বলে আসছেন এ ব্যাপারে পূর্বে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। নদীর পার্শ্বে যাদের বাড়ি তারা জানে কি কষ্টে আছে তারা। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে নিয়ে তিনি একদিন পরিদর্শনও করেছেন। কিন্তু কোন কিছুই তাদের জন্য করতে পারছেন না বলেও জানান। গুরুত্বপূর্ন জায়গায় সিসি ক্যামেরা লাগানোর ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। হাসপাতালে ও সাব-রেজিষ্টার অফিসেও সিসি ক্যামেরা লাগানো হবে। সাব-রেজিষ্টার এর ব্যাপারে সকল ইউপি চেয়ারম্যান বক্তব্য রেখেছেন। জনস্বার্থে সরকার তা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তিনি মনে করেন।	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-এর বক্তব্য অনুযায়ী পরবর্তীব কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।	উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসার

০৪	<u>আলোচ্যসূচী-০৪ ঃ ৫০ নং চর বলাকী (নতুনচর) সঃপ্রাঃবিঃ এ বেদখল হওয়ার আশংকার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ঃ</u> চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ বলেন যে, সিন্ডিকেটের কারণে জনগনের জন্য কিছুই করতে পারে না। গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবুল খায়ের গ্রুপ নদী দখল করে ফেলছে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকলকে নিয়ে উক্ত বিষয়ে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক। তার পরেও যদি তাদের হাত থেকে স্কুল, গ্রামসহ কিছুই রক্ষা করতে না পারি তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে সভাকে জানান।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পরিষদের সকল জনপ্রতিধি , মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিকসহ সরেজমিনে পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(আমিরুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

স্মারক নং- উঃজেঃপঃচেঃগজাঃ/২১- ৬১ তারিখঃ০৭/০৯/২০২১ খ্রি.।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

১। মাননীয় সংসদ সদস্য, মুন্সীগঞ্জ-০৩, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।
২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৪। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ।
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
৬। উপজেলা ....(সকল) কর্মকর্তা, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
৭। চেয়ারম্যান..........................(সকল) ইউপি, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
৮। অফিস কপি।

(জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।